মৃত্যু ওদের পাহারা দেয়

লেখকের গ্রন্থসমূহ

উপন্যাস

কালপিয়াসী জ্যোৎস্না
তৎপুরুষ
মাখনের দেশলাই
নীল ফড়িং
শেষ ট্রেন
তারা মিয়া ও নিউটনের আপেল
পিয়ারু

কাব্যগ্রন্থ

ফাগুন রঙা শব্দ
কালো জোছনায় লাল তারা
চলে এসো এক কাপড়ে
কস্মিনকালেও তুমি প্রেমী ছিলে না
এখনো প্রমিথিউস

মৃত্যু ওদের পাহারা দেয়

আব্দুল্লাহ শুভ্র

TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS

KOBI PROKASHANI

মৃত্যু ওদের পাহারা দেয়
আব্দুল্লাহ শুভ্র

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য **২৫০ টাকা**

Mrittu Oder Pahara Day by Abdullah Shuvro Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 250 Taka RS: 250 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-29140-8-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার পিতা
মরহুম
মোঃ নজরুল ইসলাম

কবিতাক্রম

তোমাকে প্রয়োজন ৯
ব্রহ্মপুত্রের জেল ১০
মৃত্যু ওদের পাহারা দেয় ১১
অচেনা কোলাহল ১৩
ফিলিস্তিন সেই কবিতা ১৪
আলোর পারাবত ১৬
অনুরাগে আঁকা ১৭
সময় ফুরায় গুরু ১৮
মৃদু মাতাল ১৯
এইসব ছবি ২০
নীলাম্বরীর রথে ২১
ওহি হয়ে রই ২২
বিবর্ণ প্রিয়কাল ২৩
নবনী ২৪
কালদীপায়ন ২৫
প্রখর প্রেমিক ২৬
প্রিয় আঁখিপল ২৭
ধৈর্যের শিক্ষা ২৮
ধীমান ফুল ২৯
আলোর বাঁধনে ৩০
দারুণ দাগ দেখে পৃথিবী ৩১
দৃষ্টির খাম ৩৩
বিকেল স্মরণে রাখেনি ৩৩
স্মৃতির টর্নেডো ৩৪
লেন্স ৩৬
সুগন্ধা ৩৮
আকাশটাকে কেউ খুন কোরো না ৩৯
দুঃখের মৃত্যুকাল ৪০
৪২ চুমুর পেয়ালায় চমন
৪৩ কলম
৪৪ ছায়া ব্যবধান
৪৫ মানা না মানা
৪৬ কালো মেঘের বান
৪৭ কবিতামাখা শার্ট
৪৯ খেয়ালি পার্কার
৫১ আপসের দিন
৫২ মাংসের ফাঁকফোকরে মানুষ
৫৩ বেলা ভোলার তাস
৫৪ বঙ্গদেশ
৫৫ চন্দ্রশেখা
৫৬ পরমায়ু ধুয়ে দাও
৫৭ চশমা
৫৮ ধুনে তোলা নোটস
৫৯ তৈলকুহক
৬১ মঞ্জরি
৬২ নাগরিক চিতা
৬৩ এক দানা নুন ফারাক
৬৪ পৃথিবীর মানুষ হই
৬৫ মন দাগা সময়
৬৬ স্মৃতির প্রদীপ
৬৭ সূর্যোদয়
৬৭ হাল ছেড়ো না
৬৮ দেয়াল
৭১ কাল-ধুলো-আকাল সমীপে
৭২ জলজোছনা

তোমাকে প্রয়োজন

ঘন সে খোঁপায় বসে থাকি
বসন্তের ফুল!
জেনে নিও—
তোমাকে ভীষণ প্রয়োজন
ওগো প্রিয়জন...
এ বুকে যে বসন্ত রোপণ করেছিলে
মহাবৃক্ষ হয়ে তা
এলো চুলে দক্ষিণা হাওয়া!
ফাগুনে মাখামাখি এ মুখ
চিবুক ছুঁয়ে বহুদূর...
শরীরের ভাঁজে নক্ষত্রের সে ফুল
পাথর খোঁজে পাথরের কূল
তোমার খোঁজে আমি!
আর সর্বত্র,
শিকড়ে ও শিরায় শিরায়
কোমল এক সাহস জেগে ওঠে ধীরে
এ ঠোঁটের চুম্বন সম্ভারে
আটকে যাওয়া ঠোঁট
সে তো কেবল তুমি!
মাতাল অন্তরীক্ষে যতটা দীপ্র
বসন্তের এমন শুভ্রানল!

আমাকে পাগল করে
যে পাখিরা কলরবে পৌঁছে দেয় ঢেউ
ফুটে ওঠে ফুলের কোমল চাউনি
আর না বলা কথায়—
ভেসে যায় যত শব্দের ভুল
ওগো,
আজ সে সময়
দেখো—
ফোটে কত বসন্তের ফুল!!

ব্রহ্মপুত্রের জেল

কব্জি ঘিরে থাকে না সময় ঘড়ি শিকল
এ গরাদে বাংলা বানানে
কবি কাঁদে
যতই কাঁদুক এ পৃথিবী
এ মাটির বুকে কবিতায় আঁকি
অমর অবরোধ!
কবিতার হোক অপহরণ
বিনিময়ে গণতন্ত্র আমার বাংলাদেশ
আমি মরণ কামড়ে এক টুকরো রুটি
জুয়ায় ধরো ওরিনোকো মাদুরো
মধ্যপ্রাচ্যের তেল!
কবিতায় আঁকি তোমার জেল
শত বছরের গ্লানিতে
পৃথিবী পুষে রেখে
তেল সম্পাদনায় তুমি প্রভু
ঐ আরাধ্য শান্তির নোবেল
আমি সিন্দু গঙ্গায় ডুবে মরা
ব্রহ্মপুত্রের জেল!

দৈনিক প্রথম আলো, ৩০-০১-২৬ প্রকাশিত

মৃত্যু ওদের পাহারা দেয়

গভীর রাতে পৌষের কলম
উদোম শরীরে হাঁটে।
নগরীর অলিগলি পেরিয়ে বহুদূর...
শীতার্ত অভুক্তের দল ভাবে ধনকুবেরের রাস!
ভুল করে!
ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকে!
কলমের গা বেয়ে নামে অচেনা স্রোত
ভেনিজুয়েলার ওরিনোকো নদী থেকে হাডসনি হিম!
পৌষ এখানে হিংস্র কুয়াশার আঁতুড়
জল চুম্বনের ভয়ে
এ শরীর নিরেট বিপ্লবী!
স্যালুট ঠুকে দেখি
হৃদয়ের ঘন কোণে কুয়াশার বিক্ষোভ,
কানের লতির অসারতায়
আমার বিবেক লিখে দেয়—
কোথায় ধনকুবের সব আলালেরা
আগে ওদের কম্বল দে,
পৌষের রাতে দুমুঠো ভাত দে!
মানুষ তোরা এমন দাবি যদি রটে
প্রমাণ দিবি আজ বটে।
কুমিরের খোলসে
ওরা কারা?
কারা বলে ওরা মানুষ!
মনে ভাসে শব্দ,
সাদ্দামের গত হওয়া ঈমান,
মাদুরোর ফিসফিসানি
সবই যেন শীতের ফুল
তৈল স্রোতের কল কল পুরস্কারে
পৃথিবীর মেদ ঝরে!
বলার আকুতি কলমে, চোখে ফোটে শব্দ

কে কোথায় আছ পৃথিবীবাসী
সবই কি শীতার্ত? ভিত্তিহীন!
কুয়াশা ভেদে জারুল—
আধমরা কদমের নিকষ পাতার ঘোরে
ওরা সবই মুখরা কুয়াশা!
এ কপাল ছুঁয়েছে শীতল অন্তিমতা
জানি, নাজুক আগামীরও ঐ একই সূর্য!
আমি সূর্য ভেঙে দেখি পৃথিবী চেয়েছে বটে!
যে পথে পালিয়েছে সুখ
যে পথে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কুয়াশার আঁচল
আমি চড়ুইয়ের মতো ভীত কণ্ঠে কিছু বলি,
কুলি মজুর আখেরান কিংবা বাবুলের সনে।
টুনটুনির স্বরে গলা মেলাই বাবুগঞ্জের টোকাই যেন!
জং ধরা ক্লান্ত চামড়ায় নড়েচড়ে শীত চাবুক,
কুঁচকে যাওয়া অভুক্ত পাকস্থলিতে
আলসারের ফুল!
শীতের বাজনায় জমে মানবতা,
আমি কলম হয়ে
শীতের বাহানায় কবিতা মেলি,
খোলসের ভেতর থেকে!
হতচ্ছাড়াগুলো কুয়াশার চাদরে ঘুমিয়েছে,
ফুটপাতে অলিতে গলিতে!
কে জানে কতটা শীতে ওরা দুঃখী
ওদের স্বপ্নগুলো হিমাঙ্কের কাছাকাছি বেদনায় ফুল!
বোধহয় মৃত্যু ওদের পাহারা দেয়।

দৈনিক সমকাল, কালের খেয়া, ০৯-০১-২০২৬

অচেনা কোলাহল

এঁকে দিই দুখাই দেয়ালে রোদ
এ তল্লাটে সুখ জানাই
ঊষার স্মৃতি, বাদল অভিসারের
ঘুম ডাকেনি বিরল কোনো রাত।
আমাকে চিনে নেয়—
নিদ্রাহীন বেলচ পার্ক, কীর্তনখোলার জল!
জল হোক আগুনের পল
চোখ এ বুকে বসে
যখন অশ্রুর শীষে বুক শীতল
দেখেছ অমন জল?
দুখী বুদবুদেরা ফেনার মমতায়
গায়ে মেখেছে কালের দরদ,
চোখ বলে ওসব তারই জল।
আহা—
হয়রানকালে গলাও ভিজিয়েছে জল।
প্রিয় শহরে আকাশি রঙের শব্দেরা
আঁধারে ফোটা উৎপল,
জলজ লাজে সবই শোকসভায়
অন্তরীণ।
দিনের মৃত্যু আয়তনে রাত হয়েছে গহিন!
অচেনা কোলাহলে
কারা ওসব বালির ঘরবাড়ি!
কেমিক্যালের রঙ ক্যানভাসে
ফুটে ওঠা নীলাভ জলপদ্ম!
সমুদ্রের গানের মতো পরম!
এ শরীর বেয়ে নামে আনন্দের অমন জল!
আয়নার প্রতিফলনে দাঁড়িয়ে দেখি
সবই সময়-বিয়োগের সীমারেখা ।
বেঁচে থাকার উৎসবি চল

ফিলিস্তিন সেই কবিতা

অশ্রু ধোয়া কাফনে ফিলিস্তিনের শহিদের শরীর ঢেকে দিই—
ধ্বংসের পতাকাবাহী দুঃখগুলো দাবি রেখে বলে—
কবিতার বিনিময়ে শান্তি ফিরিয়ে দাও!
ফিলিস্তিনকে তুলে এনে কবিতার খাতায় না হয় স্বাধীনতা এনে দাও!
কোথায় শান্তিকামী সব কবি?
ওরে, শোনো সবাই—
এ সময় আজ কবিতার নয়!
এ সময় শব্দের ক্ষুধায় অপরাধীর মানচিত্র খেয়ে নেবার!
এ সময় দাবানলের ছায়াচ্চিত্রে ইসরাইলের দহন।
আরও পুড়ুক ইসরাইলি শাসকের মাটি!
মৃত্তিকা ও দাবানলের বিদ্রোহে ঊষর হয়ে উঠুক সব।
গত হোক স্বৈরতন্ত্রের স্বপন
গত হোক রাক্ষুসে বীজ বপন
এসো শব্দের জলে ইসরাইলের ক্যামোফ্লাজ ধুয়ে দিই!
মৃত্যুঞ্জয়ী মিছিলে
অগণিত শহিদের লাশ!
আমি অমরযত্নে
তৈরি করেছি কবি-হৃদয়ে শোকাবহ গোরস্থান।
লিখে চলি কিছু!
ফিলিস্তিন এ হৃদয়ের সেই কবিতা—
পরমায়ু ছোঁয়া ফিলিস্তিনের কপালে এঁকে দিই চন্দ্রাতুর চুম্বন!
এ সময় শোকের নয়!
আঘাতে ক্ষতবিক্ষত শিশুদের কপালে কান্নারত চুম্বনের বদনাম।
কতবার এসব চুম্বন খাতায় লিখে দিলে সত্যিকারের প্রতিশোধ হয়ে ওঠে?
হায় আল্লাহ—
তুমি তো সবই দেখো।
এ কেমন কবিতা!
লিখে চলি শ'খানেক গিলোটিন এ খাতায় লাইন ধরে প্রস্তুত।
এ কলম ইসরাইলি নেতাদের ধরে ধরে খাতায় বন্দি করে বাঁধুক।
বন্দির কাতারে এ খাতায়

ওরা সব ফেঁসে যাক।
কবিতার আঁতুড়ঘরে এ হৃদয় জায়নবাদের বদনাম লিখে দেয়!
বিষণ্ন পাখি
বিষণ্ন ফুল
বিষণ্ন এখনের সময়ের একূল ওকূল।
বসন্তের খাতাগুলো চুরি হয়েছে কি?
পৃথিবী রায় দিয়েছে—
আজন্ম কাল ধরে ফুটে ওঠা লালরঙা ফুল—
সবই শহিদের রক্তে মাখা ইসরাইলি শাসকের ভুল!
কবিতায় অভিশাপের অমন পেরেক এঁটে নিই।
হায়—ইসরাইল, এ খাতায় তোমার দুঃখ সেঁটে দিই!
খাতার বুকে শহিদের খুন কালি হয়ে ঝরে।
সময় নিশ্চয়ই হিসাব বুঝিয়ে দেবে পরে।
শোনো ইসরাইলের নেতা—
তোমার ঈশ্বর সব দেখেন

আলোর পারাবত

গায়ে তরঙ্গ।
চাউনিতে ঢেউ
কে গো সেই—
জাদু?
পরাবাস্তব?
জানি সেই বিস্ময়
অহম মর্মরে দূর
গোধূলির রঙে সানাই
খোদাই করে সুর
স্বীয় শরমে
পরম কেউ?
কে গো সে—
প্রেম?
প্রহেলিকা?
নয়তো নাশের ফুল!
এমন তো নয়।
উন্মোচনে আলোর পারাবত
মনে বহুদূর
কে গো সেই সুর?
বঁধুয়া বারি নূর।